



105844 - কতটুকু দূরত্বে সফর করলে নামায কসর করা বধৈ

প্রশ্ন

আমি যদি জানি যে, আমি (সফর থেকে) ফরিতে দরৌ করব, সক্ষেত্রে কে নামায কসর করে পড়া যাবে? যে সফর মধ্য আমার জন্য নামায কসর করা ও দুই ওয়াক্তরে নামায এক ওয়াক্তে একত্রে আদায় করা জায়যে সে সফর দূরত্ব ৮০ কঃমিঃ (যাওয়া-আসা) নাকি শুধু যাওয়া?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

যে সফর মধ্য সফরকালীন বুখসত বা ছাড় গ্রহণ করা শরিয়ত অনুমোদিত সে সফর হচ্চে প্রচলিত অর্থে যটোকে সফর বা ভ্রমণ হিসেবে গণ্য করা হয়। বলা যায় এর দূরত্ব প্রায় ৮০ কঃমিঃ। যে ব্যক্তি এ পরিমাণ বা তদুর্ধ্ব দূরত্বে (শুধু যাওয়া) ভ্রমণ করবে তার জন্যে সফরকালীন ছাড়গুলো গ্রহণ করা জায়যে; যমেন- তিনিদনি তনিরাত মজোর উপর মাসহে করা, নামাযগুলো চার রাকাতরে বদলে দুই রাকাত (কসর) করে এবং দুই ওয়াক্তরে নামায এক ওয়াক্তে একত্রে আদায় করা, রমযানরে রোযা না-রাখা।

মুসাফরি ব্যক্তি যে স্থানরে উদ্দেশ্যে সফর করছেন সে স্থানে পৌঁছে যদি সেখানে চারদিনরে বেশি সময় অবস্থান করার নিয়ত করেন তাহলে তিনি সফরকালীন ছাড়গুলো গ্রহণ করবেন না। আর যদি চারদিন বা তার চেয়ে কম সময় অবস্থান করার নিয়ত করেন তাহলে তিনি সফরকালীন ছাড়গুলো গ্রহণ করতে পারেন।

আর যে মুসাফরি কোন একটি স্থানে অবস্থান করছেন; কিন্তু তিনি জানেন না যে, কখন তার প্রয়োজন শেষ হবে এবং তিনি অবস্থানরে জন্যে সুনর্দিষ্ট কোন সময় নির্ধারণ করেননি; এভাবে তিনি যদি দীর্ঘদিন সেখানে থেকে যান তবুও তিনি সফরকালীন ছাড়গুলো গ্রহণ করতে পারবেন।

সারকথা: আপনার নামায কসর করে পড়ার জন্য শর্ত হচ্চে, ভ্রমণরে দূরত্ব ৮০ কঃমিঃ এর কম না হওয়া। যদি উদ্দিষ্ট স্থানে আপনি চারদিনরে বেশি সময় অবস্থান করেন তাহলে নামাযগুলো পূর্ণ সংখ্যায় (চার রাকাত) আদায় করবেন।

আর দুই ওয়াক্তরে নামায (জোহর ও আসর) (মাগরিব ও এশা) একত্রে আদায় করা এটি মুসাফরিরে জন্যে জায়যে। এটি মুকীমরে জন্যেও জায়যে হতে পারে, যদি নির্ধারণিত ওয়াক্তে নামায আদায় করা কোন মুকীমরে জন্যে কষ্টকর হয়ে যায়-



রোগের কারণে, কথিবা এমন কাজের কারণে যে কাজ পরে করা সম্ভবপর নয় (যেমন ছাত্রের পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ, ডাক্তার কর্তৃক অপারেশন করা ইত্যাদি।

আরও জানতে [97844](#) নং প্রশ্নোত্তর পড়ুন।

আল্লাহই ভাল জানেন।